যুগান্তর

13 FEB 2012
তারিখ ... 13 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

হোমিওপ্যাথিক বোর্ডে দুর্নীতি

বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড ও বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সম্পর্কে ব্যাপক দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগটি উদ্বেগজনক বৈকি। অবশ্য অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ প্রায়ই উঠে থাকে অন্যান্য সরকারি হাসপাতালসহ বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক ও ইউনানি বোর্ড এবং কলেজ সম্পর্কেও। তবে সরকারি হলেও অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর, অনাধুনিক ও অবহেলিত বলে হোমিওপ্যাথিক এবং আয়ুর্বেদিক বোর্ডের অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ জাতীয় দৈনিকগুলোতে অপেক্ষাকৃত কম স্থান পেয়ে থাকে। তাই বলে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের চেয়ারম্যান বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান একই ব্যক্তি হবেন, এটা মেনে নেয়া যায় না কোন অবস্থাতেই। ফলে এক্ষেত্রে দুর্নীতি-অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা ও লুটপাটের বিষয়টি একেবারে গভীরে শিকড় গেড়ে বসার সুযোগ পেয়েছে। স্বল্পমূল্যের গাড়ি বেশি দাম দেখিয়ে কিনে যাবতীয় ব্যক্তিগত কাজে অপব্যবহারসহ আসবাবপত্র কেনা, ফাইনাল পরীক্ষার খাতা ক্রয় ও পরীক্ষক নিয়োগ, সর্বোপরি হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. হানিম্যানের জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে অতিরিক্ত ব্যয় দেখিয়ে ভুয়া বিল-ভাউচার দাখিল করা— এসবই যেন পরিণত হয়েছে নিয়মিত অনিয়মে। এর বাইরে দেশের অনেক স্থানে নানা অনিয়ম-দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে শর্তাবলী ভঙ্গ করে একাধিক ভুয়া মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুমোদন দেয়ার অভিযোগও আছে। এমন কলেজও আছে বলে জানা যায়, যেটির অধ্যক্ষের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার কোন ডিগ্রি পর্যন্ত নেই। অভিযোগ আছে, চেয়ারম্যানের এসব কাজের সহযোগী হলেন রেজিস্ট্রার।

দেশে ভুয়া চিকিৎসক ও ডিগ্রিবিহীন হাতুড়ে ডাক্তার-কবিরাজ-হোমিওপ্যাথের খবরটি সুবিদিত। তবে হোমিওপ্যাথিক এবং কবিরাজি, ইউনানি ও ইউনানিতে এর উৎপাত-উপদ্রব অনেক বেশি। তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়বহুল বলে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গরিব ও অসহায় জনগণ স্বাস্থ্য হতে বাধ্য হয় এসব ভুয়া চিকিৎসকের, প্রকারন্তরে যা প্রতারণার শামিল। আরও যা দুঃখজনক ও মর্মান্তিক তা হল, এসব দেখা-শোনা তথা মনিটরিংয়ের জন্যও উপযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষ নেই বললেই চলে। ফলে সাধারণ মানুষের হয়রানি ও ভোগান্তির বিষয়টি দীর্ঘদিন থেকেই চলছে প্রায় ফ্রি স্টাইলে। শীর্ষপর্যায়ে নিয়ন্ত্রক বোর্ড ও কেন্দ্রীয় মেডিকেল কলেজেই যদি ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি ও ভুয়াদের দৌরাত্ম্য চলে, তাহলে মাঠপর্যায়ে সেসব প্রতিরোধ করবে কে বা কোন কর্তৃপক্ষ? আমরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করব, যার অধীনেই নাস্ত থাক না কেন, বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড ও বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ পর্যন্ত সংঘটিত যাবতীয় অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়টি খতিয়ে দেখা হোক। যে বা যারাই এর সঙ্গে জড়িত, দেশের প্রচলিত আইনে তাদের শাস্তির সম্মুখীন করতে হবে। আর যেহেতু হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি একটি স্বীকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি, সেহেতু একে আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা করা হোক। এক্ষেত্রে কোন গাফিলতি কিংবা অবহেলা কাম্য নয়। সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সর্বোচ্চ মনোযোগ দেবে বলেই প্রত্যাশা।